পবিত্র কুরআন সুন্নাহ'র আলোকে

তাসাওউফ

রচনায়

মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতি, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম

পবিত্র কুরআন সুন্নাহ'র আলোকে
তাসাওউফ

রচনায় :
মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতি, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম
মোবাইলঃ ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদুর রহমান ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
১৮ জানুয়ারী ২০১৬ ঈয়াসী, ০৭ রবিউস সানী ১৪৩৭ হিজরী

মূল্যঃ
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Pobitro Quran Sunnahr Aloke Tasaouf
By: **Mufti Wakil uddin Jessoree**
Price : 30/- Tk Only.

তাসাওউফ

প্রথম দরস

পবিত্র শরীয়তে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই হাদীসটিতে শরীয়তের মূল বিষয়গুলির বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই হাদীসকে হাদীসে জিব্রাঈলও বলা হয়। যেহেতু হযরত জিব্রাঈল আ. নিজেই রাসূল সা. এর নিকট এসে প্রশ্ন করে ইসলামী শরীয়তের হাকিকত ও মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, সে হিসেবে হাদীসটিকে হাদীসে জিব্রাঈলও বলে। আর সাধারণত সাহাবায়ে কেরাম রা. এর এভাবে প্রশ্ন করার দুঃসাহসিকতা খুবই কম রাখতেন। আর সে কারণে দ্বীনের হাকিকত ও মুলনীতি এর শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত জিব্রাঈল আ. মানুষরূপে এসে মানুষের মত প্রশ্ন করে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন।
হাদীসটি হল,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সা. জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, এবং রাসুলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইসলাম কি? তিনি বললেন, ইসলাম হল, আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযানের সাওম পালন করবেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ইহসান কি? তিনি বললেন, আপনি এমনভাবে ইবাদত

করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।
((বুখারী শরীফ হা. ৫০, ৪৪৯৯ কিতাবুল ঈমান, হযরত জিব্রাইল আ. প্রশ্ন পরিচ্ছেদ, কিতাবুত তাফসীর, সুরা আলীফ লাম মীম, গুলিবাতির রুম, আল্লাহর নিকট কিয়ামতের ইলম পরিচ্ছেদ।))

এই হাদীসের ভিতর দ্বীনের সারসংক্ষেপ আলোচনা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত হাদীসের ইলম তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।
১. ঐ সকল হাদীস, যাতে মূলনীতির শিক্ষা রয়েছে।
২. ঐ সকল হাদীস, যা প্রকাশ্য আমলের ইসলাহ তথা সংশোধন সম্পর্কে ও তার শিক্ষা রয়েছে।
৩. ঐ সকল হাদীস, যা বাতেন তথা অভ্যন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ও তার শিক্ষা রয়েছে।
হাদীসে জিব্রাঈলে ঐ তিন বিষয়েরই আলোচনা এসেছে। যেমন- হাদীসটির প্রথমাংশের বর্ণনায়,

مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ

ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, এবং রাসুলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।
এই অংশে আক্বীদা বিশ্বাস ও মূলনীতি এর বিষয়টি এসে গেছে।
আর দ্বিতীয়াংশে বর্ণনায়,

مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

ইসলাম কি? তিনি বললেন, ইসলাম হল আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযানের সাওম পালন করবেন।
আর এ অংশে প্রকাশ্য আমল এর ইসলাহ তথা সংশোধনীর বিষয়টি এসে গেছে।

আর তৃতীয়াংশের বর্ণনায়,

مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

ইহসান কি? তিনি বললেন, আপনি এমনভাবে ইবাদত করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।
আর এ অংশে আখলাক ও বাতেন এর বিষয়টিও এসে গেছে।

উল্লেখিত হাদীসটিতে সামান্য কিছু শব্দেই দ্বীনের বিষয়টি এসে গেছে।

রাসূল সা. ও সাহাবী যুগে উপরোক্ত তিনটি অংশের পূর্ণতার কোন অভাব ছিল না। কিন্তু পরবতিতে এই দ্বীনের এই তিন অংশের পূর্ণতা কমতে থাকে। তাই কালের বিবর্তনে উলামায়ে কেরাম দ্বীনের হিফাযতের জন্য একে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।
১. * আক্বীদা বিশ্বাস বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতে রাসুলে যে সকল হুকুম ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তার হেফাযত ও খেদমতের জন্য "ইলমুল কালাম" সংকলন করা হয়েছিল।
২. * প্রকাশ্য আমল কেন্দ্রিক কুরআন ও সুন্নাতে রাসুলে যে সকল হুকুম ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যার জন্য "ইলমুল ফিকহ" কে সংকলন করা হয়েছে।
৩. * আখলাক ও বাতেন কেন্দ্রিক কুরআন ও সুন্নাতে রাসুলে যে সকল হুকুম ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যার জন্য "ইলমুল ইহসান" বা "ইলমুল আখলাক" বা "ইলমুল তাসাওউফ" নাম রাখা হয়েছে।
আর এই তিনগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই পরিপূর্ণ দ্বীনদার বলেবে। অর্থাৎ যার মধ্যে ইলম আমল ও আখলাক রয়েছে, তাকেই পরিপূর্ণ দ্বীনদার বলবে। যদি কারো ইলম থাকে, আমল ও আখলাক না থাকে, বা আমল আছে, ইলম ও আখলাক না থাকে, বা আখলাক থাকে, ইলম ও আমল না থাকে, তবে তাকে পরিপূর্ণ দ্বীনদার বলবে না। পরিপূর্ণ দ্বীনদার হতে হলে উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্টের অধিকারী হতে হবে। এর কোন একটি কম হলে তার দ্বীনদারীয়াতে ত্রুটি বলেই গণ্য হবে।

আর এই ইলম কুরআন ও হাদীসের থেকে ভিন্ন কোন জিনিষ নয়। বরং তা কুরআন ও সুন্নাতে রাসুল সা. এর রূহ।

শায়খ যুরুক্বী রহ. তার কিতাব "ঈক্বাযুল হাম্মি" নামক কিতাবে লেখেন-

لنسبة التصوف من الدين نسبة الروح الي الجسد

শরীরের সম্পর্ক যেমন রূহের সাথে, তেমনি তাসাওউফের সম্পর্ক দ্বীনের সাথে। অর্থাৎ রূহ যেমন শরীরের অংশ ও রূহ ছাড়া শরীর যেমন অপরিপূর্ণ, তেমন তাসাওউফ দ্বীনের অংশ, তাসাওউফ ছাড়া দ্বীন তেমন অপরিপূণ। কেননা কোন ব্যক্তি নামায পড়ল, অথচ তা লোক দেখানোর জন্য পড়ল, এখলাস থাকল না। তার চরিত্র সঠিক থাকল না তবে সে যেমন অপরিপূর্ণ তেমন এগুলো ছাড়াও দ্বীন অপরিপূর্ণ।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. "ইনতিবাহ ফী সালাসিলি আওলিয়াইল্লাহ নামক কিতাবে ৩৯ নং পৃষ্ঠাতে লেখেন-

সুফীয়ায়ে কেমামের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য হল, সবসময় আল্লাহকে অন্তরে উপস্থিত রাখা ও তার ভীতি পয়দা করা। প্রতিটি কাজেই একথা অন্তরে থাকা যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন। তার সামনেই তার ইবাদাত করছি। আর এটা হাদীসের ভাষায়

كَأَنَّكَ تَرَاهُ

যেন আপনি তাকে দেখছেন।

এটাকে সুফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় **مشاهدة بالقلب** বলে।

এটিও ইবাদাতের একটি উদ্দেশ্য।

সুতরাং ইলমে তাসাওউফ কুরআন ও হাদীসের বহির্ভুত কোন জিনিষ নয়। অতএব, যারা এই ইলমকে অর্জন করতে চায়, তারা যেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে তা শিক্ষা আর্জন কওে, যার কাছে ইলম, আমল, এখলাস তথা আত্মশুদ্ধি কুরআন ও হাদীস অনূয়ায়ী আছে। যেই সুফী জাহেল, আমলহীন ব্যাক্তি তার থেকে এ শিক্ষা অর্জন করবে না।

তাসাওউফ

দ্বিতীয় দরস

ইসলামী শরীয়তে যেভাবে যাহেরী তথা প্রকাশ্য ইলম রয়েছে, তেমনিভাবে বাতেনী তথা আভ্যন্তরীন বা গোপন ইলম রয়েছে। ইলমে বাতেনী যা মুরশিদ বা পীর সাহেব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। একে ইলমে তাসাওউফ বলে। ইলমটির চর্চাও নবী কারীম সা. থেকেই শুরু হয়েছে। এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অনেক পীর সাহেব তার সঠিক ব্যবহার করে চলেছেন। কেউবা অপব্যবহার করে চলেছেন। আফসোসের বিষয় হল, কিছু সংখ্যক পীর সাহেব ইলমে তাসাওউফের নামে ভন্ডামীতে লিপ্ত রয়েছে। অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। সত্যের নামে মিথ্যা ও ভন্ডামী করছে। হেদায়াতের নামে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে। আর বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোকেরা ইলমে তাসাওউফকে অস্বীকার করে চলেছে। অথচ তা কুরআন ও হাদীস থেকেই প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

তোমরা প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীন গুনাহ থেকে বেচে থাক।

((সুরা আনআম আয়াত- ১২০))

المراد بظاهر الإثم أفعال الجوارح وباطنه أفعال القلوب

প্রকাশ্য গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল। আভ্যন্তরীন গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্তরের আমল। ((তাফসীরুল খাযিন ২/১৭৭))

কুরআন হাদীস গবেষণা করলে দেখা যায় মানুষের আমল তিন প্রকার।

১. **কিছু আমল শুধু মানুষের সাথে প্রকাশ্যভাবে সম্পর্কিত**। যেমন-

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

তোমরা খাও, পান কর, অপচয় করিওনা।

((সুরা আরাফ আয়াত ৩১))

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।

((সুরা নূর আয়াত ৩০))

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে।

((সুরা নূর আয়াত ৩১))

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক।

((সুরা বাকারা আয়াত ২২২))

২. কিছু আমল মানুষের বাতেন তথা আভ্যন্তরীণের সাথে সম্পর্কিত। যেমন-

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

((সুরা নিসা আয়াত ৮১))

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি।

((সুরা মুমিন আয়াত ৪৪))

لَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

তাদের প্রতি ভীত হয়োনা। আমাকেই ভয় কর।

((সুরা বাকারা আয়াত ১৫০))

৩. কিছু আমল মানুষের যাহের ও বাতেন তথা প্রকাশ্যভাবে ও আভ্যন্তরীণের সাথে সম্পর্কিত। যেমন-

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى

তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে।

((সুরা নিসা আয়াত ১৪২))

এটি মানুষের জন্য নামাযের প্রকাশ্যভাবে সম্পর্কিত।

يُرَاءُونَ النَّاسَ

লোক দেখানোর জন্য।

((সুরা নিসা আয়াত ১৪২))

এটি বাতেন তথা আভ্যন্তরীণের সাথে সম্পর্কিত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল সা. থেকে ইলমের দু'টি পাত্র মুখস্থ করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে।
((বুখারী শরীফ ১/৩৫ হা. ১২২, ইলম অধ্যায়, ইলম মুখস্থ করা পরিচ্ছেদ।))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সা. জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, এবং রাসুলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইসলাম কি? তিনি বললেন, ইসলাম হল আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযানের সাওম পালন করবেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ইহসান কি? তিনি বললেন, আপনি এমনভাবে ইবাদত করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।
((বুখারী শরীফ হা. ৫০, ৪৪৯৯ কিতাবুল ঈমান, হযরত জিব্রাইল আ. প্রশ্ন পরিচ্ছেদ, কিতাবুত তাফসীর, সুরা আলীফ লাম মীম, গুলিবাতির রুম, আল্লাহর নিকট কিয়ামতের ইলম পরিচ্ছেদ।))

হাদীসটিতেও ইলমে যাহেরী ও ইলমে বাতেনী বিদ্যমান।

উপরোক্ত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হল, ইলম দু’ প্রকার ১. ইলমে যাহেরী। আর একে শরীয়তও বলা হয়। ২. ইলমে বাতেনী। আর একে ইলমে তাসাওউফও বলা হয়।
সুতরাং ইলমে বাতেনী তথা ইলমে তাসাওউফ কোন নতুন জিনিষ নয়। এটি রাসুল সা. এর যুগ থেকে আজ অবদি বিদ্যমান। কুরআন ও হাদীস থেকেই প্রমাণিত।

অতএব ইলমে যাহেরী ও ইলমে বাতেনী মানুষের ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের সঠিকভাবে ইলমে যাহেরী তথা ইলমে শরীয়ত ও ইলমে বাতেনী তথা ইলমে তাসাওউফ শিক্ষা করা আতপর তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আত্মশুদ্ধি

তৃতীয় দরস

মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মানুষ ও জিন জাতীকে তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফে উল্লেখ করেছেন।

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون–

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।
((সুরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬))

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা. প্রেরণ করেছেন। তিনি তাকে তিনটি গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন। ১. আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনানো। ২. মানুষের যাহির ও বাতিন তথা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা। ৩. কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা।
আল্লাহ পাক বলেন-

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة–

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।
((সুরা জুমআ, আয়াত ২))

মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন উক্ত আয়াতে পবিত্র করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের যাহের ও বাতেন তথা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করতে হবে।

মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বলেছেন কলব তথা অন্তরকে শিরক ও গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত করতে হবে। ঈমান ও নেক আমল দ্বারা অন্তরকে পবিত্র করতে হবে।
((আয়সারুল তাফাসীর, ৪/৩৯২ সুরা আলা আয়াত ১৪

{ من تزكى } : أي تطهر بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك والمعاصي .(

বান্দার করণীয় কাজ তিনটি এক, অন্তরকে ফাসেদ আকিদা থেকে মুক্ত করা। দুই, আল্লাহ তাআলার জাত, গুনাবলী ও তার নামসহ আল্লাহর মা'রিফাতকে অন্তরে উপস্থিত করা। তিন, তার খেদমতে ব্যস্ত থাকা।
((তাফসীরে রাঝি ১৬/৪৭২ সুরা আ'লা আয়াত: ১৪

أولها : إزالة العقائد الفاسدة عن القلب وثانيها : استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه وثالثها : الاشتغال بخدمته .

فالمرتبة الأولى : هي المراد بالتزكية في قوله : { قَدْ أَفْلَحَ مَن تزكى } [الأعلى : ١٤]
وثانيها : هي المراد بقوله : { وَذَكَرَ اسم رَبّهِ } فإن الذكر بالقلب ليس إلا المعرفة .
وثالثها : الخدمة وهي المراد بقوله : { فصلى } فإن الصلاة عبارة عن التواضع والخشوع فمن استنار قلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه ، لا بد وأن يظهر في جوارحه وأعضائه أثر الخضوع))

ويزكيهم দ্বারা বুঝা যায় যে, তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির জন্য مزكي বা একজন সংশোধনকারীও জরুরী। তাই রাসূল সা. সাহাবাদের সংশোধনকারী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈনদের সংশোধনকারী ছিলেন। তাবেঈন তাবয়ে তাবীঈনের সংশোধনকারী ছিলেন।

রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরাম রা. কে বায়আত করেছেন। যেভাবে তিনি জিহাদের জন্য বায়আত করেছেন, সেভাবে নেককাজ ও গুনাহ থেকে বেচে থাকার জন্যও বায়আত করেছেন। বায়আতের সময় পুরূষদের হাত ধরে বায়আত করা যাবে। তবে মেয়েদের বায়আত করার সময় কখনো হাত স্বর্শ করতে পারবেনা।

বায়আত করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর বায়আত করবে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবেনা এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবেনা, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

((মুরা মুমতাহিনা আয়াত: ১২))

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রা. বলেন-

بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره

আমরা রাসুল সা. এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিলাম এই প্রতিজ্ঞার উপর যে, আমরা মেনে চলব ও আনুগত্য করব কষ্টে, আরামে, সুখে, দুখে।

((বুখারী শরীফ ৬/২৫৮৮ হা. ৬৬৪৭ ফিতনা অধ্যয়, রাসুল সা. এর বাণী অতী তাড়াতাড়ী তোমরা এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ করবে।

মুসলিম শরীফ ৬/১৬ হা. ৪৮৭৪ প্রশাসন অধ্যায়, গুনাহহীন বিষয়ে প্রশাসকের আনুগত্য ও গুনাহ বিষয়ে প্রশাসনের আনুগত্য হারাম পরিচ্ছেদ।))

عَنْ عَوْفُ بْنُ مَالِك الأَشْجَعِىُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ » وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ». فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ». قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ « عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا –

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী রহ. বলেন, আমরা নয় জন কিংবা আট জন বা সাত জন লোক নবী করীম সা. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। নবী করীম সা. বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসুলের হাতে বায়আত হইবেনা? তখন আমরা নতুন বায়আত হয়েছিলাম। অতপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল আমরা আপনার হাতে বায়আত হয়েছি। অতপর রাসুল সা. বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসুলের হাতে বায়আত হবেনা? তখন আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসুল আমরা আপনার হাতে বায়আত হয়েছি। অতপর আবারও বললেন তোমরা আল্লাহর রাসুলেন হাতে বায়আত হবেনা? তখন আমরা নিজ নিজ হাত প্রসারিত করে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, কোন বিষয়ের উপর বায়আত হইব? নবীজী সা. বললেন এই বিষয়ের উপর যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার এবাদত করবে, তাহার সহিত কাউকে শরীক করবেনা, পাঁচ ওয়াক্তের নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং (যাবতীয় আহকাম) শুনবে ও মান্য করবে।

((মুসলিম শরীফ ৩/৯৭ হা. ২৪৫০ যাকাত অধ্যায়, মানূষের কাছে চাওয়া খারাপ পরিচ্ছেদ।

আবু দাউদ শরীফ ২/৪১ হা. ১৬৪৪ যাকাত অধ্যায়, চাওয়া খারাপ পরিচ্ছেদ।))

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, ভাল কাজ করতে হবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من أتبع نفسه هواها و تمنى على الله عز و جل

বুদ্ধিমান সে, যে স্বীয় নফসকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়। আর নির্বোধ সে, যে কুপ্রবিত্তির অনুসরন করে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট দীর্ঘ আশা পোষণ করে।

((তিরমিযি ৪/৬৩৮ হা. ২৪৫৯ কিয়ামত রাকায়েক ও ওর এর অধ্যায়, ২৫ নং পরিচ্ছেদ।

সুনানে ইবনে মাজাহ ২/১৪২৩ হা. ৪২৬০ যুহুদ অধ্যায়, মৃত্যু ও প্রস্তুতি পরিচ্ছেদ।

আলমুস্তাদরাক ৪/২৮০ হা. ৭৬৩৯ তওবা অধ্যায়।

মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল ২৮/৩৫০ হা. ১৭১২৩ সিরিয়ার মুসনাদ, শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. এর হাদীস।))

উপরোক্ত আলোচনায় একথা প্রতিয়মান হয় যে, নিজেকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে শুদ্ধ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।

((সুরা শামস আয়াত: ৯-১০))

অতএব আমাদের ক্বলব তথা অন্তরে কয়েকটি গুণাবলীর অনুপ্রবেশ করাতে হবে এবং কয়েকটি গুণাবলীকে ক্বলব থেকে দুর করতে হবে।

এর জন্য প্রত্যেককে কিছু আখলাকে হামীদাহ তথা ভাল চরিত্র অর্জন করতে হবে আর কিছু আখলাকে রয়িলা তথা কুচরিত্রকে দুর করতে হবে।

অর্জনকারী চরিত্র হলো

১. ইখলাস তথা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পালন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।

((সুরা বায়্যিনা আয়াত: ৫))

২. ইলম।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা ইলম তথা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।
((সুরা মুজাদালাহ আয়াত: ১১))
রাসুল সা. বলেন-

طلب العلم فريضة على كل مسلم

দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।
((সুনানে ইবনে মাজাহ হা. ২২৪ সুন্নাত ও বিদআত অধ্যায় ওলামায়ে কেরামের ফযিলত ও ইলম অর্জনের উপর উৎসাহ প্রদান পরিচ্ছেদ))
৩. তাকওয়া তথা খোদাভীতি
আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।
((সুরা আহযাব আয়াত: ৭০))

৪. শুকর তথা কৃতজ্ঞতা-
আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়োনা।
((সুরা বাকারা আয়অত : ১৫২))
৫. সবর তথা ধৈর্য।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।
((সুরা আলে ইমরান আয়াত: ২০০))
৬. আল্লাহর উপর ভরসা।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।
((সুরা তালাক আয়াত: ৩))
৭. আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে।
রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب

সকল প্রকার হারাম থেকে বেচে থাক, তবে তুমি মানুষদের মধ্যে সবচে ইবাদত কারী বলে গন্য হবে। আল্লাহ তায়ালা তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি সবচে বড় ধনি বলে গন্য হবে। প্রতিবেশীর প্রতি দয়া কর, মুমিন হতে পারবে। নিজের জন্য যা পসন্দ কর তা অন্যের জন্যও পসন্দ কর, মুসলমান হতে পারবে। অধিক হেসোনা, কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।
((তিরমিযি শরীফ ৪/৫৫১ হা. ১৩০৫ তাকওয়া অধ্যায়, সুস্থতা ও অবসর দুটি নিয়ামাত পরিচ্ছেদ।

মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল ২/৩১০ হা. ৮০৮১ অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মুসনাদ, আবু হুরায়রা রা. এর মুসনাদ।

মিশকাত শরীফ ৩/১২১ হা. ৫১৭১ রিকাক অধ্যায়))
৮. আল্লাহর হুকুমের উপর নিজেকে অর্পন করা।

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

আমি আমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সমর্পন করেছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।
((সুরা মুমিন আয়অত: ৪৪))
৯. অল্পে তুষ্টি।

وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس

আল্লাহ তায়ালা তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি সবচে বড় ধনি বলে গন্য হবে।

((তিরমিযি শরীফ ৪/৫৫১ হা. ১৩০৫ তাকওয়া অধ্যায়, সুস্থতা ও অবসর দুটি নিয়ামাত পরিচ্ছেদ।

মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল ২/৩১০ হা. ৮০৮১ অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মুসনাদ, আবু হুরায়রা রা. এর মুসনাদ।

মিশকাত শরীফ ৩/১২১ হা. ৫১৭১ রিকাক অধ্যায়))

আর বর্জনকারী চরিত্র হলো

১. মিথ্যা বলা।

আল্লাহ বলেন-

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

তোমরা মিথ্যা বলা থেকে দুরে থাক।

((সুরা হজ্জ আয়াত ৩০))

২. গীবত করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

তোমাদের কেউ কারো পিছনে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

((সুরা হুজুরাত আয়াত: ১২))

৩. রিয়া তথা লৌকিকতা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

অতএব দুর্ভোগ সে সব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর, যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয়না।

((সুরা মাউন আয়অত: ৪-৭))

৪. লোভ-লালসা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিবজীবনের সৌন্দর্যস্বরুপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেননা। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

((সুরা ত্বোয়া হা আয়াত: ১৩১))

৫. অহংকার

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অহংকারীদের পসন্দ করেননা।

((সুরা নাহল, অয়াত: ২৩))

৬. হিংসা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

নাকি যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে।

((সুরা নিসা আয়অত: ৫৪))

৭. রাগ বা ক্রোধ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

যারা রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।

((সুরা আলে ইমরান আয়াত: ১৩৪))

অতএব উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রতিয়মান হয় যে, যেভাবে নিজের যাহেরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে নিজের বাতেনকেও পরিশুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নফসকে পরিশুদ্ধ করে সফলতা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তাসাওউফ

চতুর্থ দরস

মাখলুক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার নাম হলো তাসাওউফ।
নিজের মধ্যে ভাল চরিত্র অর্জন করা ও খারাপ চরিত্রকে দুর করার নাম হলো তাসাওউফ।
ইখলাস সহকারে শরীয়তের উপর আমল করাকে তাসাওউফ বলে।
আর তাসাওউফের শুরু **انما الاعمال بالنيات** (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) এবং শেষ হলো **ان تعبد الله كانك تراه** (এভাবে ইবাদত করবে যে, তুমি আল্লাহকে দেখছ।)

মানুষের জীবন হলো একটি ডায়মন্ড, যার আবিস্কার করা, যা উদ্ভাবন করা মানুষের কাজ। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মানুষকে কখনো **جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** (আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। সুরা বাকারা আয়াত ৩০।) বলেছেন। আবার কখনো **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** (নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। সুরা বনী ইসরাইল আয়াত ৭০।) বলেছেন। আবার কখনো **فَضَّلْنَا** (শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। সুরা আনআম আয়াত ৮৬। সুরা বনী ইসরাইল আয়াত ২১।) বলে মানুষদেরকে ইজ্জত সম্মানের হীরা গলায় পরিয়েছেন। আর তাই মানুষের জন্য উচিত হল, **أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ** (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? সুরা আরাফ আয়াত ১৭২।) এর প্রতিজ্ঞা সামনে

রেখে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। সুরা মুয্যাম্মিল আয়াত ৮।) এর রাস্তায় চলে। এবং إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। সুরা নাযিআত আয়াত ৪৪।) এর মনজিল বিশ্রাম স্থান পর্যন্ত পৌঁছে শ্বাস নিবে।

আর কোন গাড়ী তার নির্দ্রিষ্ট স্থানে পৌঁছতে দু'টি জিনিষের প্রয়োজন হয়। ১. গাড়ী চলতে সড়ক, রাস্তা লাগে। ২. গাড়ীতে তেল, গ্যাস লাগে। যদি রাস্তা ঠিক না থাকে, তবে গাড়ী তার নির্দ্রিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারেনা। ঠিক তেমনি ভাবে রাস্তা ঠিক, তবে গাড়ীতে তেল, গ্যাস না থাকলে তাও পৌঁছতে পারেনা। গাড়ী তার নির্দ্রিষ্ট স্থানে পৌঁছতে দু'টি জিনিষেরই রাস্তা ও তেল এর প্রয়োজন। একটি অপরের জন্য অতিব প্রয়োজন।

অতএব মানুষের উদাহরণ গাড়ীর মত। শরীয়তের উদাহরণ রাস্তার মত। আর তরীকতের উদাহরণ তেল, গ্যাসের মত। যদি মানুষ আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, তবে তাকে শরীয়তের পথে তরীকতের তেল এর প্রয়োজন। সুতরাং যারা শরীয়ত ও তরীকতের কোন একটি জিনিষের অস্বীকার করবে, তারা নিজেদের গাড়ীকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখবে।

সফলতার যিন্দেগী হলো, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ (আতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। সুরা যারিয়াত আয়াত ৫০।) এর হুকুমের উপর লাব্বাইক বলে বলে, تخلقوا بأخلاق الله (আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে) এবং صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তারই ইবাদত করি। সুরা বাকারাহ আয়াত ১৩৮।) এবং রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণে গুণান্বিত হয়ে যিন্দেগী অতিবাহিত করতে হবে। যাতে করে وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا (যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে। সুরা

যুমার আয়াত ১৭।) এবং وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ (এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়। সুরা যুমার আয়াত ১৭।) لَهُمُ الْبُشْرَى (তাদের জন্য সুসংবাদ। সুরা যুমার আয়াত ১৭।) এর সুসংবাদ এবং وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুরা তওবা আয়াত ৭২।) এ পৌঁছানোর নামই হলো, তাসাওউফ।

অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

০৭ রবিউস সানী ১৪৩৭ হিজরী
১৮ জানুয়ারী ২০১৬ ঈয়াসী
সকাল ৭ : ৪০ মিনিট